বণিক বার্তা
সমৃদ্ধির সহযাত্রী

ঢাকা, মঙ্গলবার ২৬ জুলাই ২০১১, ১১ শ্রাবণ ১৪১৮, ২৩ শাবান ১৪৩২

উচ্চশিক্ষার সংকট দূর করছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক ড. আইনুন নিশাত উপাচার্য, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়

বণিক বার্তা ডেস্ক

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোতে আসনসংকট থাকায় উচ্চশিক্ষার ইচ্ছে থাকলেও অনেকেই সেখানে ভর্তি হতে পারছে না। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এসব শিক্ষার্থীর উচ্চশিক্ষার সংকট দূর করছে। বণিক বার্তার সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আইনুন নিশাত এসব নিয়ে কথা বলেছেন। সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন বণিক বার্তার নিজস্ব প্রতিবেদক বদরুল আলম

বণিক বার্তা: দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান কতটুকু, এক্ষেত্রে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির ভূমিকা কী?

আইনুন নিশাত: দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ২০ বছর আগে দেশে প্রথম বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তখন উচ্চশিক্ষার জন্য দেশের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পর্যাপ্ত আসন ছিল না, সেশনজটের কারণে চার বছরের অনার্স কোর্স সাত বছরে শেষ হতো রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে। নিরাপত্তার অভাবসহ বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে শিক্ষাব্যবস্থায় যে সংকট তৈরি হয় তার অনেকটাই পূরণ করছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা চাকরির বাজারে অনেক ভালো প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে সরাসরি অগ্রাধিকার পাচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন মাধ্যমে আমাদের কাছে সন্তোষজনক প্রতিক্রিয়া আসছে। বাজারে সম্মানজনক বেতনের চাকরির ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষার

চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরির বাজারকে কেন্দ্র করে ছাত্রদের বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা, পেশাজীবী কোর্স করানো হয়। সম্প্রতি সিটিব্যাংক এনএর সাবেক প্রধান মামুনুর রশিদ ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর এন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন। আশা করা যায়, কর্মস্থলে গিয়ে এসব পেশাজীবী কোর্সের সঠিক প্রয়োগ করতে পারবেন শিক্ষার্থীরা।

বণিক বার্তা: বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে পার্থক্য কতটুকু, থাকলে তা কিভাবে দূর করা যায়?

আইনুন নিশাত: শিক্ষার মান নির্ধারণে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। ভালো ছাত্র, ভালো শিক্ষক বা গবেষক ও পড়ালেখার পদ্ধতি। এ তিনটি বিষয় পর্যবেক্ষণ করলে সব বিশ্ববিদ্যালয়ের মান এক রকম হয় না। তিন থেকে চারটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মান নিয়ে কোনো সংশয় থাকে না। কিন্তু আর সব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মানে ভিন্নতা রয়েছে। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মান ভালো এবং এ শিক্ষকরাই বেশিরভাগ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে কাজ করেন। যেসব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ভালো বেতনভাতা-সম্মানী দিতে পারছে, তারা তত ভালো শিক্ষক পাচ্ছে। এছাড়া যোগ্য শিক্ষক নিয়োগে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন ব্যবস্থার প্রভাব রয়েছে। দুই থেকে তিনটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে শিক্ষার মান নিয়ে কোনো সংশয় নেই। কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বেসরকারি হলে সেটির শিক্ষার মান খারাপ হবে। আর সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হলেই শিক্ষার মান খুব ভালো হবে এমনটা ভাবার কোনো কারণ নেই। শিক্ষার মান নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এক্ষেত্রে বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গবেষণা কার্যক্রমের মানের দিক থেকে সবচেয়ে ভালো অবস্থানে আছে বুয়েট। দ্বিতীয় অবস্থানেই ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়। গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি সব বিশ্ববিদ্যালয়ের মান উন্নয়ন করা সম্ভব।

বণিক বার্তা: বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা মধ্যবিত্তদের নাগালে আছে বলে মনে করেন? ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার খরচ কেমন?

আইনুন নিশাত: কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার খরচ বেশি। ওই সব বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণে ছাত্রছাত্রীর দেয়া সুবিধা তাদের দেয়া টিউশন ফি থেকে উঠিয়ে নিতে হয়। অন্যদিকে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রছাত্রীদের সব খরচ রাষ্ট্র বহন করে। ভালো শিক্ষক পেতে হলে ভালো সম্মানী দিতে হয়। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে সে অর্থও উঠে আসে টিউশন ফি থেকে। সঙ্গত কারণেই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে টিউশন ফি বেশি।

বণিক বার্তা: দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় কী ভূমিকা রাখছে?

আইনুন নিশাত: মেধার পরিচয় দিতে পারলে ধনী-গরিব সব ছাত্রছাত্রীর জন্য টিউশন ফি ছাড়ের ব্যবস্থা রয়েছে। ভর্তি পরীক্ষায় মেধার পরিচয় দিতে পারলে হতদরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের জন্যও সম্পূর্ণ টিউশন ফি ছাড়ের ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া ব্র্যাকের স্বল্প আয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য টিউশন ফি ছাড়ের ব্যবস্থা রয়েছে।

বণিক বার্তা: আপনার দৃষ্টিতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সমস্যা কী কী? থাকলে তা কিভাবে দূর করা যায়?

আইনুন নিশাত: কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে উদ্যোক্তা ও ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা প্রশাসনিক অনেক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন। যেমন— পছন্দের ট্রেজারার, ভিসি নিয়োগ প্রভৃতি। আরেকটি বিষয় হলো নিজস্ব ক্যাম্পাস। সরকারি হস্তক্ষেপে এ সমস্যাগুলো পর্যায়ক্রমে দূর হয়ে যাচ্ছে। যেকোনো প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে সঠিক ব্যবস্থা প্রণয়ন অনেক সমস্যা দূর করে দেয়। আশা করা যায়, আগামী বছর ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ও নিজস্ব ক্যাম্পাসের কাজ শুরু করতে পারবে।

বণিক বার্তা: ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষত্ব কী? গ্লোবাল ব্র্যান্ড হিসেবে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় কিভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে?

আইনুন নিশাত: ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় গ্লোবাল ব্র্যান্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য দুটি উপায়ে চেষ্টা করছে। একটি হচ্ছে, ব্র্যাকের বেশ কয়েকটি সমৃদ্ধ বিভাগ রয়েছে যেমন, আইন বিভাগ। অন্যটি হলো ছাত্রছাত্রীদের ভালো ফলের চেয়ে যেকোনো কিছু শেখার মানসিকতা গড়ে তোলার চেষ্টা ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্র্যান্ডিংয়ের অংশ হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে।

বণিক বার্তা: সর্বশেষ প্রশ্ন, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যত্ পরিকল্পনা কী?

আইনুন নিশাত: সব আঙ্গিক থেকে ব্র্যাকের ভবিষ্যত্ পরিকল্পনা হলো— শিক্ষা কর্মকাণ্ড উন্নয়নের পাশাপাশি গবেষণা কর্মকাণ্ডের উন্নতি, সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞানসহ আরও নতুন নতুন বিভাগ চালু করা। এছাড়া একজন শিক্ষার্থী বাংলা ও ইংরেজির পাশাপাশি ন্যূনতম যেকোনো একটি বিদেশী ভাষা জানুক। এরই লক্ষ্যে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা কোর্স চালু হচ্ছে। আগামী দুই মাসের মধ্যে কোরীয় ভাষার কোর্স চালু করার মাধ্যমে ভাষা শিক্ষা চালু হতে যাচ্ছে। বণিক বার্তা: আপনাকে ধন্যবাদ।

আইনুন নিশাত: আপনাকেও ধন্যবাদ।